দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে ঈদকে সামনে রেখে করোনা ভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা অডিটোরিয়াম হলরুমে করোনাভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান কাজল, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীর জি এম (প্রশাসন) শেখ শাহাবুদ্দিন, দর্শনা ইমাম সমিতির সভাপতি মো: নূরুল ইসলাম, দর্শনা প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকমত আলী, ঈদগাহ কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জন প্রতিনিধি, আ’লীগ নেতা, মসজিদের ইমাম, সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর শহরের ৭ নং ওয়ার্ডে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন মেয়র রিটন।

গতকাল বুধবার বিকেলে অন্যান্যদিনের মত ধারাবাহিক ভাবে প্রায় ৩’শ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত প্রায় মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে ৯ হাজার পরিবারের কাছে খাদ্য পৌছেছে। এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ আগামিতেও অব্যাহিত থাকবে বলে জানান, পৌর মেয়র মো: মাহাফুজুর রহমান রিটন।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন, ৭নং ওয়ার্ডেও কাউন্সিলর রাজীব প্রমুখ।

করোনা দুর্যোগে অসহায়দের পাশে মিরপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা

বিশ্ব কাঁপানো করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছে উপজেলার করোনা মোকাবেলায় অগ্রভাগের সৈনিক উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, শাকিলুর রহমান বিটু।

বুধবার বিকেলে পথচারী ও ছিন্নমুলদের মাঝে ইফতার ও রান্না করা খাবার বিতরণ করেন তিনি।

এছাড়াও প্রতিদিনই তাকে দেখা যায় উপজেলার কোন না কোন এলাকায়। কখনো কারো হাতে স্যানিটায়জার স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা,আবার কখনো কাউকে গ্লাভস মাস্ক স্যানিটাইজার দিয়ে সাহায্য করা।

মিরপুর উপজেলার ১৩ ইউনিয়ন ও পৌরসভার মিরপুর উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

করোনা সংক্রমন বিস্তাররোধে প্রতিটি গ্রামের যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে জীবানু নাশক স্প্রে করাচ্ছে এলাকার মসজিদ,মন্দির,বাজার,চলাচলের রাস্তায় এতে করে উপজেলায় সৃষ্টি হচ্ছে সচেতনতা। এছাড়াও বিটু পল্লী চিকিৎসকদের PPE সহ সুরক্ষা সামগ্রীর যোগান দিয়ে গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে।
এখানেই শেষ নয়।

উপজেলার করোনা সচেতনতার পাশাপাশি করোনার কারনে কাজ করতে না পারা দিনমুজুরি খেটে খাওয়া অসাহায় মানুষের জন্যও নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে চাউল ডাউল ও সবজি সহায়তা দিয়ে মানবিক কাজেও অংশ নিচ্ছে বিটু।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন ক্রেতা- বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা মানার আহ্বান করেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেল বাজারে গতকাল সকাল ১১ ঘটিকার সময় পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর। সেই সময় তিনি ক্রেতা-বিক্রেতাদের কে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কেনাকাটা করার আহ্বান জানান।

তিনি সকল ক্রেতা-বিক্রেতাদের বলেন, আপনারা সকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কাজ করলে বর্তমান মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো সেই সাথে এর সংক্রমণ ও রোধ করতে পারবো।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, দর্শনা রেল বাজার কমিটি বাজারের মূল প্রবেশমুখে সেচ্ছাসেবক দিয়ে সকলকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ও সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার পর বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে এটি একটি ভালো উদ্যোগ এজন্য তিনি বাজার কমিটির সভাপতি টিপু সুলতান ও সেক্রেটারি সাব্বির হোসেনকে ধন্যবাদ জানান এবং সেই সাথে বাজার কমিটির সকল সদস্যকে দর্শনা রেল বাজারকে সবসময় নজরদারি তে রাখতে বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান ও দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

কার্পাসডাঙ্গায় ইসলামি ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে কার্পাসডাঙ্গা শাখার ইসলামি ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংক) সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ব্যাংক প্রাঙ্গণে এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে এমএম ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার তুহিন আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ব্যাংক শাখার ম্যানেজার মোঃ খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শফিক উদ্দিন মানিক, আলি আকবার, মোহাম্মদ আলী সোহাগ।

পদ্মার দুর্গম চরাঞ্চলে অসহায়দের পাশে কুষ্টিয়া জেলা

যুবলীগ

খাদ্য সংকটে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর ও সদর কুমারখালী উপজেলার সাদীপুর পদ্মা নদীর দুর্গম চরাঞ্চলে অসহায় দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী এই দুই এলাকায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় পরিবারের জন্য জরুরী খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন তত্বাবধায়নে খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে সাদীপুর ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আসলাম আলীসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ
এবং সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ৯ নং ও্রয়ার্ড (ভবানীপুর) এলাকার ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবুল মেম্বার ও সাধারন সম্পাদকের নেতৃত্বে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে ও আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের সঠিক দিক নির্দেশনায় করোনা প্রতিরোধ মোকাবেলার যুদ্ধে আজ জেলা যুবলীগ অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

করোনার এই কালো অধ্যায় আমরা শীঘ্রই দূর করতে পারবো বলেও আশা ব্যক্ত করে জনগনের প্রতি এই যুবলীগ নেতা আরও বলেন, ‘আপনাদের মনোবল রাখতে হবে, সাহস রাখতে হবে। শেখ হাসিনার সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে। শেখ হাসিনার সৎ ও সাহসী নেতৃত্বে ও আমাদের প্রিয় নেতা জননেতা মাহবুব উল আলম হানিফের সঠিক দিক নির্দেশনায় আমরা ইনশাআল্লাহ ঘুরে দাঁড়াবো। তাই এই করোনা দুর্যোগের ক্রান্তিকালে অসহায়দের পাশে সকলকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়ার আহবান জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষের গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে মানুষ। কর্মহীন হয়ে পড়েছে দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষেরা। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোরা সব থেকে বড় সমস্যায় পড়েছে। তাদের পাশে

দাঁড়াতে নিরলসভাবে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছেন জেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন।
তিনি বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে যাচ্ছেন করোনা বিষয়ে সচেতন করা সহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ঘরে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রী ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমানের জমির ধান কেটে দিলো চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার ট্যাংরামারি গ্রামের নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠে এক বিঘা জমির থান কেটে দিয়েছে পুলিশ সদস্যরা।

অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবু তারেক বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে এমনিতেই শ্রমিক সংকট রয়েছে। এ অবস্থায় হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমান অর্থের অভাবে নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠের পাঁকা ধান কাটতে পারছিলেন না।

বিষয়টি জেলা পুলিশকে অবগত করেন কৃষক। পরে মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশের ২০ সদস্য কৃষকের জমির ধান কেটে দেন। ধানগুলো শুকানো হলে ঝেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান অতিরিক্তি পুলিশ সুপার।

কৃষকের ধানা কাটায় অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়াটার কনক কুমার দাস, সদর থানার ওসি আবু জিহাদ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার “মশা” নিধন কর্মসূচি “

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ৩ নং ওয়ার্ডের “মশা” নিধন কর্মসূচি ” কাজে অংশ গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু।

গতকাল সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় ও মানুষ কে করোনা হাত থেকে বাঁচতে নানান ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশা পাশি ডেঙ্গু মশা” নিধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হালিম ভুলন, পৌর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ টোকন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম, ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শাওন, ছাত্রলীগ নেতা সুরুজ আহমেদ, সাগর সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের আরও অনেকে।

‘করোনার ওষুধটি আফ্রিকায় আবিষ্কৃত বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ’

প্রাণঘাতী করানাভাইরাসের বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে অসহায় হয়ে পড়েছে আধু্নিক বিশ্ব। কেননা, এখনও পর্যন্ত এর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও সফল প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি।

এরই মধ্যেই আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার একটি হার্বাল ওষুধ আবিষ্কার করেছে। যেটার নাম কোভিড অর্গানিকস। দেশটির রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার দাবি, এই হার্বাল সেবনে মাত্র ১০ দিনে করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠা যায়।

ওষুধটি আফ্রিকা মহাদেশে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। মহাদেশটির বিভিন্ন দেশ মিলিয়ন বোতল কিনতে শুরু করে। অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় কেনার। কিন্তু বাঁধ সাধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এই হার্বাল ওষুধ ক্রয় ও সেবনে সতকর্তা জারি করে। আর মাদাগাস্কারকে বলে এই ওষুধ যে সত্যি সত্যিই করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে।
সোমবার মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, এটা আফ্রিকার ওষুধ বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ। ইউরোপের হলে তারা এমনটা করত না।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪ কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা যদি ইউরোপের কোনও দেশ আবিষ্কার করত, তাহলে কি এটা নিয়ে এত সন্দেহ থাকত? সমস্যা হল এটা আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা এটা মানতে পারছে না যে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ মাদাগাস্কার বিশ্বকে রক্ষা করতে এই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছে।’

‘করোনাভাইরাস রুখতে ও সারাতে কোভিড অর্গানিকস কার্যকর। আমরা করোনা আক্রান্তদের এটা সেবন করিয়ে ফল পেয়েছি। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা সেবন করানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই হার্বাল ওষুধ সেবন করে কেউ কেউ ৭ দিনে ও কেউ কেউ ১০ দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রীয়া নেই,’ যোগ করেন তিনি।

কোভিড অর্গানিকসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মাদাগাস্কার গেল বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। দুটি দেশ মিলে এটা যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করবে। তথ্যসূত্র: ফ্রান্স২৪, আনাদোলু এজেন্সি

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

কুষ্টিয়ায় ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটে ভীড়: মানছে না নির্দেশনা

ঈদের কেনাকাটার জন্য ঘর ছেড়ে মার্কেটে বেরিয়ে এসেছে কুষ্টিয়া শহরবাসী। মহামারি করোনাভাইরাসের ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সী মানুষের ভীঢ় পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও বিপনী বিতানগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময় সকাল ১০টার আগেই মার্কেটের সড়কগুলোতে যেন মানুষের ঢল নামে। সরকারিভাবে কেনাকাটা সীমিত পরিসরে করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কোনও মার্কেটেই ক্রেতা বা বিক্রেতারা তা মানছেন না।

সোমবার (১১মে) সকালে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে এবং মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।

কিছু দোকান বিপণিবিতান শপিং মলের সামনে সাবান পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করছে খুব কম।

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে কেনাকাটা করছে। এতে করে আবার ভোগান্তীতে পড়েছে মানুষ।

মজমপুর থেকে বড়বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কে কোন রিকশা ও ইজিবাইক চলতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে মানুষ বাধ্য পায়ে হেটে চলাচল করতে হচ্ছে।

বাবলু রহমান নামের এক ব্যবসায়ী শহরের পৌর বাজারে এসেছেন। এক বস্তা চালসহ নিত্যপয়োজনীয় বাজার নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। কোন রিকশা না থাকায় সেসব নিয়ে বাসায় যাবে কিভাবে এ নিয়ে ক্ষোব প্রকাশও করেন তিনি।

গতকাল রোববার (১০মে) থেকে কুষ্টিয়া শহরে শুধু জুয়েলারি দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট খুলেছে। সকাল ১০টা থেকে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সকাল থেকে শুধু তৈরি পোশাক কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের দোকানই নয় রড-সিমেন্টসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব দোকানই খোলা দেখা রয়েছে।

বেচা-কেনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা শারীরিক দূরত্বও কেউ রাখেননি। মানেনি হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ও মুখে মাস্ক পরার নির্দেশনা।

পছন্দের পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল ও কসমেটিকসসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ক্রেতাদেরকে একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি এমনকি ঠেলাঠেলিও করতে দেখা গেছে। অনেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে এনেছিল।

দোকানদারদের হাঁক-ডাকও করতে দেখা গেছে। মার্কেট করতে আসা মানুষের মধ্যে করোনার ভয় একেবারের লক্ষ্য করা যায়নি। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভীড় বেশি দেখা গেছে।

শিশু সন্তান সাথে নিয়ে মার্কেট করতে আসা রাশিদা বানু জানান, আমি বাচ্চা নিয়ে শপিং করবো বলেই এসেছি। বড়দের জন্যও ঈদের জন্য শপিং করছি। মাস্ক পরে থাকলেও তবে আপনি কেন হ্যান্ড গ্লোভস পরেননি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানতাম না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানান, আমরা ভিড় ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছি। প্রধান সড়ক এনএস রোড যানজট মুক্ত রাখতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু সড়কের মোড়ে যানবাহন ছাড়া শুধু মানুষ ঢুকতে পারছে।

দোকান মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডে কোনরকমেই রিকশা ও অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এতে করে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশকদের গাড়ী ভেতরে ঢুকতে না পারায় দোকানে মালামাল সরবরাহ পারছে না।

তিনি আরও জানান, ওষধ বাদে সবকিছুর দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলার রাখার জন্য আমরা নিয়মিত তদারকি করছি। এছাড়াও শিশুদের সাথে করে মার্কেটে না আসার অনুরোধ করছি এবং সরকারী নির্দেশনা মানার জন্য আমরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ রোধে গেল ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট ও বিপণিবিতানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দফা সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে তা করা হয় ১৪ মে পর্যন্ত। এরমধ্যে সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হলো ঈদ মার্কেট।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০ জন।